সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্খলন

তেমন ক'রে দেখা হ'লে আজও আমি চাইবো—
দূরে তোমার পায়ের রেখা, দূরে তো. মার স্তব্ধ অকিঞ্চন,
স্রোতস্বিনীর ধোয়া পাথর পবিত্রতায় নুয়ে পড়বে পায়ে।
গোপন বেলার এই দেখাকে কেউ দিয়েছে দুরান্ত হাততালি;
যেমন মানুষ বিদায়কে দেয় সহজ মেনে, বৃক্ষ দেয় রুগ্ন গোধূলিকে—
পরম্পরায় যাওয়া সহজ, যেমন সিঁড়ি ওপর কিংবা নিচের
স্থিতিস্থাপক প্রশ্ন তুলে দাঁড়িয়ে থাকে; কাজ কি অভিমানে!
তেমন ক'রে দেখা হ'লে নেমে আসবো, নেমে আসবো, দেখো!

অনেক খেলায় ছিলাম আমি শিকড় যেন পা ডুবিয়ে—
আলগা মাটি যায়নি বোঝা, অবশেষে অর্থ পেলাম।
তুমি ছায়ার বুভুক্ষা নও, সোনার ধান তোমার বড়ো প্রিয়—
নবান্নতে দেখা হলো চাষীর ঘরে; এমনকি ঢেউ তুলে
যখন রাগী বন্যা এলো তুমিই ছিলে রক্তে আরূঢ় হয়ে!
কিন্তু ধানও মাটিতে যায়, ক্রুদ্ধ নদী শিকড়ে যায় থেমে—
এরই নাম তো বৈপরীত্য, দুই বিনুনি ছায়ায় মায়ায়!

তেমন ক'রে দেখা হ'লে আজও আমি রাখবো
আমার দু'হাত তোমার পায়ে, চাইলে কে আর সগোত্র নয়!
ধানের গুচ্ছ আমার হাতে, বিছিয়ে দিলে শীতলপাটি
বসবো আতুর আয়েস ক'রে; তুমিই তো সেই বজ্রমানিক
বৃষ্টি হয়ে পড়ছো ধানে, গানে-গানে মাতাল হলো
বৈশাখী এক শ্রাবণীতে; এমন পাওয়ায় কষ্ট কি কম!
তবু দু'হাত যাচ্ছে ভ'রে সদ্যাগতের পায়ের ধুলোয়—
এই সে স্খলন যার সূচনায় রক্ত ছিলো অন্ধকারে!

শব্দের নিজস্ব কোনো বোধ নেই

শব্দের নিজস্ব কোনো বোধ্ নেই—
আছে শব্দবোধ।
যতোই শৈল্পিক হোক অঙ্গুরির নির্মাণ কৌশল
প্রকৃত অন্বয় তার নারীরক্তে, চম্পক আঙুলে;
প্রেমিকের জন্য চাই মনন-কৌমার্যহৃত বিপরীত ঋতু;
প্রজননকর্ম নয়, মাতৃত্ব আসলে সেই পুরুষরহিত
শিশুর নরম ঠোঁট, স্তন্যাগ্রে যে আনে দ্রুত
স্নেহশীল আভা!

আমি সেই শব্দ চাই, রূপহীন, ধর্মহীন তবু
অরণ্যে নির্জন ঘুমে শুয়ে-থাকা হিংস্র শ্বাপদ—
স্পর্শমাত্র ওঠে রোম, কেঁপে ওঠে আদিগন্ত শিরা,
এবং গর্জন তার ছুটে যায় শিকড়ের নিচে।

তখনই সময় ছিল

তখনই সময় ছিল যখন পাহাড়ে মেঘে মেঘে
জমে উঠে বহুদূর স্মৃতি দিত ঝড়ের আভাস;
চুম্বনে হেসেও তবু দুরূহ খেলার ভয়ে প্রেমিকের হাত
একই নারীর খোঁজে বিভিন্ন নারীর বুকে খুঁজে নিত মাটি!

তখনই সময় ছিল যখন বিবাহ হবে জেনে সব হতো একজোট—
দরজার আড়ালে গিয়ে বিধবা ও কুমারীরা দিত সমস্বরে জোর উলু,
বালিকা-ধর্ষণ সেরে নিয়মমাফিক এসে ঋষি জমাতেন উৎসব;
ঘাস ও রক্তের গন্ধে একাকার চারিদিকে বেজে যেত রঙীন সানাই!

তখনই সময় ছিল যখন ব্যর্থতায় যেত জুড়ে দ্বিজের উপমা–
স্বামীরা পেতেন পূজা, আর পুরুষেরা পেত শরীরের স্বাদ;
লুকোচুরি হতো খুব, এমনকি আগুনে পুড়েও
অদগ্ধ সতীরা পুনঃ নতুন প্রেমের খোঁজে দাঁড়াতো লাইনে!

এমন মজার দিনে

এমন মজার দিনে মনে পড়ে বাল্যেই বিধবা
তরুণী মেয়ের সাদা পোষাকের নিচে ক্ষুব্ধ বাঘের গর্জন;
কাপাস তুলোর মিহি বেড়াজাল ভেঙে কি শরীর
পারে না কখনো ফিরে যেতে বনে, হরিণ শিকারে!

বৃষ্টি ও রোদ্দুরে চলে বিতর্ক-সভার মতো তীব্র রেষারেষি-
ছা-পোষা ঘুমের থেকে জেগে উঠে অনেকেই দেয় হাততালি
কেউ প্রতিপক্ষ নয়, কিন্তু প্রতিপক্ষেই তাদের স্বভাব
খুঁজে নেয় স্বস্তি আর গন্ধময় ডুমুরের ফুল!

এমন মজার দিনে হাসি পায় যে-কোনো কথায়—
হঠাৎ ঘাসের থেকে মুখ তুলে গাধা ছোঁড়ে লাথি;
ধোপা চেয়ে নেয় ক্ষমা, রজকিনী সম্ভ্রম বাঁচাতে
মাথায় কাপড় তুলে টেনে আনে লম্পটের ভিড়!

আসলে একটিই দিন

সকলেরই হৃৎপিণ্ড, শুধু কারো কারো থাকে বুক;
অসুস্থতা সকলের, তবু কেউ পেয়ে যায় দুরন্ত অসুখ—
ডাক্তার আসেন, দেন সারবান বিদ্যা তার ম্লান ওষ্ঠপুটে।

সকলে ঘুমন্ত, তবু যায় কেউ অন্ধকারে ছুটে;
অনুপস্থিত কালে যুবতী শরীর থেকে বের হয় জরতীর ঘাম-
অলক্ষ্যে দুর্দিন ভেবে লম্পট স্বামীকে করে প্রত্যুষে প্রণাম।

আসলে একটিই দিন, তবুও দেওয়ালপঞ্জি জুড়ে থাকে সংখ্যাতীত দিন:
নিশ্চিত মৃত্যুকে পেয়ে তবুও আসন্ন হয় ব্যর্থ কোরামিন—
উত্তীর্ণ সময় থেকে মানুষ কুড়িয়ে নেয় ম্লান সম্ভাবনা।

শান্তি কি ভালো ততো? এই প্রশ্নে জমে প্ররোচনা;
চমৎকার আছে ঘর, দু'পায়ে পাম-শু, তবু হাভাতের দিকে
হাঁটা চলে; যতোক্ষণ ঈর্ষা আছে, যতোক্ষণ রক্ত নয় ফিকে।

বিষয় বিবেক নয়

বিষয় বিবেক নয়, কিন্তু বিষয়ীর হাতে বাঁধা—
উপরন্তু তাৎক্ষণিক; মানুষের প্রজন্মে বিশ্বাস
মূলত এরই দান। যদিও সাবেকী সেই ধাঁধা
বেঁচে থাকে ইহজন্মে : সেই খোঁজে ধারণের শ্বাস
দুঃখীর ভাঁড়ারে আর কৃতবিদ্য অভীপ্সার কাছে—
বিষয়ের মর্মমূলে নিশ্চিত অভাববোধ আছে।

আছে সৌরবিজ্ঞানের প্রতন ও অপ্রতন ক্ষয়।
নৈকট্য অনেকে খোঁজে, কিন্তু বিষয়ীর জ্ঞান আরো হন্তারক—
ক্লোমরসসিক্ত; তার মূল কথা নির্ভুল অন্বয়
বিভিন্ন বস্তুর মাঝে, এমনকি মূর্ত ধারণায়—
রমণীর স্তনদ্বয়ে, যোনিতে ও সন্তানের নগ্ন উচ্চারণে
সে পায় প্রত্যক্ষ লাভ, আঙ্কিকের শর্ত, সমবায়
সাজায় সমস্ত তার; ফুল পেয়ে সে খোঁজে কোরক—
সেই যাদুকর, তার স্মৃতি জমে বুদ্ধি ও মননে।

শিলা দ্রবীভূত হয়

শিলা দ্রবীভূত হয় যখন তোমার মুখে শীত-গোধূলির
অনন্ত বিশাল ছায়া পড়ে এসে, খুব দূর দিয়ে
চ'লে যায় কলকাতার চতুর ট্রামের শব্দ আর তপ্ত হাওয়া।
লাইলাক ফুলের কথা যৌবনে শুনেছি যখন
প্রেমিকারা থেকে যেত স্নেহার্দ্র চিঠির ভাঁজে, আর
দ্বিপ্রাহরিক ঝাঁজে শালিকের বিষণ্ণ মুখেও
পড়া যেত দেবদূত, শব্দরা আশ্রয় পেত জোনাকির বুকে!
এখন সমূহ শীত, ঘুরে আসে লোকাল ট্রেনের
প্রায়ান্ধ জ্যামিতি নিয়ে, দিক বদল করে রেখাগুলি
রক্তের ভিতরে, শীত; শুধু গোধূলিতে যেন হঠাৎ কখনো
শিলা দ্রবীভূত হয়, বয়স প্রতিভূ হয়ে আসে!

তিনটি অশ্লীল শব্দ

তিনটি অশ্লীল শব্দ খুঁজে নেয় বাক্যের কাঠামো—
পুরো মানুষিক যেন, দেখা যায় উরু ও রোমের
বিপুল যুদ্ধকারী সহবাস : প্রতিটি শব্দের
নির্জন ভূমিকা থেকে উঠে আসে স্বেদের গর্জন;
মোক্ষহীন পরিত্রাণ, এ ওর গর্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে ক্রমে
প্রবাহে নিশ্চিত হ'তে, কেননা সময় নেই ততো—
ঠিক যতোখানি হ'লে শোনা যায় প্রথম ক্রন্দন,
এবং অর্থের তীরে ভেড়ে এসে ভ্রান্ত জাহাজ!

তুমি কি ঘুমিয়ে ছিলে সেই রাতে

তুমি কি ঘুমিয়ে ছিলে সেই রাতে যখন বাদুড়
জ্যোৎস্নায় আহত একা চ'লে গিয়েছিল শীত-সমুদ্রের ধারে,
বয়স সময় থেকে শুষে নিয়েছিল সব দুধ—
আর সে-চোখের জলে শস্য চিনেছিল তার উদ্ভিন্ন আড়াল!

তোমার তর্জনী-রেখা আজও চ'লে যায় দেখি বৃহস্পতি-সান্নিধ্য ছাড়িয়ে
নিঃসময়ের দিকে, যেখানে বাদুড়-গন্ধে ডুবে যায় অর্জুনের মুখ—
রাত কোলাহল করে আর সেই নিবীর্য শোণিতে
স্রোত গ'ড়ে ওঠে ঢেউয়ে, শস্যক্ষেত্রে জাগাতে সময়!

পিঁপড়ে তুলে নেয় মুখে

পিঁপড়ে তুলে নেয় মুখে স্মৃতি আর উচ্ছিষ্ট; প্রবল
উত্তুরে হাওয়ায় বাণীকণ্ঠ এক ভিখারির একুশে চেতনা
ছিন্নভিন্ন হয়ে ওড়ে; কৈশোরের রীতিমতো তার সব পথ
একা একা একা একা জড়ো করে মাইলস্টোন। চেয়েছিল দূরে
নিহত শত্রুর মতো সুন্দর মুখচ্ছবি, অশ্রু ও সমাজ—

এখন দিগ্বিদিকে চায় গ'ড়ে তুলতে ম্লান সৌধের উপমা!

ভিতরে অনন্ত শূন্যে

ভিতরে অনন্ত শূন্যে ধরা পড়ে নিরাকার ক্ষতি—
কেঁপে ওঠে সিসমোগ্রাফ, নির্জনে সবুজতর হয়
অলৌকিক রেখাগুলি, অস্পৃহ-চেতনা থেকে অস্ত-চেতনায়
মাথা ঝুঁকে পড়ে বুকে, ভাঙে হাঁটু, অশ্রুও অঝোর!

এইভাবে শুরু হয়। পরস্পর স্নায়ু সম্মিলনে
একান্তে ঘোষিত হয় জন্মের ব্যাপক সূত্র, পরবর্তী কাজ—
মেষপালনের শর্তে বৃক্ষ ও টিলায় ঘেরা নমঃশূদ্র মাঠে
শুধু বদলে নেয় রঙ নিরপেক্ষ প্রকৃতি, সময়!

এই ভবিতব্যে তুমি ইজারা নিয়েছো পটভূমি
মানুষ ও শহীদের, মনুষ্যপ্রতিম হাত শেখায় সৌজন্য বহু দূর
গৃহে আর অন্তরীক্ষে, নবান্নে, অশ্রুতপর্বে, নারী ও শরীরে,
সৃজনধর্মিতায়; তারপর খুঁড়ে নেওয়া তাঁবু আর খুঁটি।

এ-সব জ্ঞাতব্য তথ্যে পুরো মানুষিক সংজ্ঞা রেখেও তোমার
প্রাণ চায় বৃষ্টিপাত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে;
দৃষ্টি চায় শঙ্কাহীন দ্বিরাগমনের দৃশ্য, শীতে উপশম—
টাইম-টেবলে ছাপা অগম্য ও দূরের স্টেশন!

মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে?

হাওয়া এসে ডাক দেয় অবেলায় আশ্লেষের কানে—
পুনর্বার আসা হলো, মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে?

তাকে খুলে দিই জামা, ঘর্মাক্ত শরীর, বয়স,
আনুপূর্ব ইতিহাস, জন্মরাশিচক্রে যার শুক্র ছিল তাজা-
কর্মের সৌজন্যে পাওয়া পার্থিব বিচরণ আর
অপুণ্যে অর্জিত মেধা, মুখোশের সৌকর্য এবং
চাপা কিছু অহংকার, নিম্নাভিমুখী সংলাপ
যা পারে নির্ভর হ'তে অভিজ্ঞতাময় এ-স্মৃতির।

সর্বজনীন এই অন্ধকার ক'রে তোলে দৃষ্টিও প্রখর—
সুড়ঙ্গবাহিত পথে একে-একে যাত্রা করে শুরু
তৃতীয় পুরুষে ব্যাপ্ত নারীর শরীরী প্রেম, বাতিল লতার
সমাপ্ত সবুজ রস, ঘুমঘোরে ক্লান্ত পুরুষের
হতবুদ্ধি আর্তনাদ আর শিশুদের জন্ম গভীর প্রত্যূষে—
আলো-আলো অন্ধকার, ছায়া নয়, অথচ প্রাকৃত
যন্ত্রেও পড়ে না ধরা সে-আকার, সেই নিরাকার।

হাওয়া এসে ডাক দেয় অবেলায়, কিছু মনে পড়ে?
আশ্লেষে আমার জন্ম মৃত্যু নয়, মৃত্যুও কি নয়!
নাকি স্মৃতি বলতে এই ফণিমনসায় লব্ধ ছবি—
ফুল না, ফুলের মতো, গন্ধের আদর থেকে প্রিয় আত্ম-হন্তারক খুশী!
বসন্তকালীন আভা ঘিরে থাকে চতুর্দিক, বহে যায় হাওয়া
শুদ্ধ আশ্লেষের দিকে; মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে?

শীতে সংকলিত হলো

শীতে সংকলিত হলো একগুচ্ছ বিশুদ্ধ কবিতা;
কবির ও মানুষের পারাপার শেষ হলো নির্ভুল গণিতে—
যেভাবে স্তন্যে আসে রঙের বিকল্পে ম্লান দুধ
নার্সিংহোমে, হাওয়া বেড়ায় নির্লজ্জ ভেসে জাহাজের খোলে।

একটি কবিতা লেখা অনেক সহজ ছিল কাল;
যেন পশমের কাঁটা—সুন্দরী নারীর রক্তে করে পুরুষের মতো খেলা,
শরীর জানায় শীত, অক্ষরের থেকে উঠে গল্পের নায়ক
একান্ত দুপুরে এসে সেরে যায় সেই কাজ জোনাকির মতো!

গ্রীসীয় অক্ষর সব দুই আব্রুর আড়ে করছে আলাপ—
অধ্যাপকের হাতে, ট্রামে আর বিবাহমণ্ডপে,
ছুঁয়েছে শাড়ির ভাঁজ, ন্যাপথলিন, তর্জনীর টোকা—
ইতিমধ্যে তুমি কার! বিধ্বস্ত সেতুর মুখ একা ছুঁয়ে থাকে ঘোলা জল।

হাতে হাত

হাতে হাত, মুখে নুব্জ বুলি-
নড়ে ওঠে চম্পক অঙ্গুলি।
নড়ে ওঠে চোখের কাজল।

দেখা যায় বহুদূর তল।

তল নাকি জল, শুধু জল!
ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলি।

হাতে হাত! মুখে স্তব্ধ বুলি-
গলে যায় চম্পক অঙ্গুলি,
ধুয়ে যায় চোখের কাজল।

আর যখন কেউ

আমি এখন অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না।
সামনে ব'সে যখন কেউ অহঙ্কারের কথা বলে
আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি
রেসের ঘোড়ার মতো তার লম্বা কান দুটো
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

আর যখন কেউ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে আমারই প্রশংসায়
আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিই
লোকটার কলমে আর কালি নেই—
যা বলছে তা লিখতে পারবে না।

টেবিলের ওদিকে ব'সে একটা মোটা লোক
সারস সেজে ঝিমোয়—
করমর্দনের জন্যে যখনই সে হাত বাড়ায়
বুঝতে দেরি হয় না
লোকটার পেট জুড়ে শনিবারের বায়ু
ক্রমশ চাপ দিচ্ছে রক্তে—
গম্ভীর না হলেই এখন তার বিপদ!
এখন দরকার দু' চারটে ইয়ারদোস্ত
সদ্য পালিশ-করা জুতোর মতো চকচকে ভাষায়
যারা বলতে পারবে—
'শীতকালেই তো সাজগোজ!'

আর যখন কেউ মৃত্যুর কথা বলে
সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি
আর সতর্ক হবার কিছু নেই—
ঠিক এইখান থেকেই আমাকে এগোতে হবে নির্ভয়ে,
একা।

শুধু খারাপ লাগে যখন
ঘরে ফেরার পর
আমাকে বাঘের গল্প শোনাতে শোনাতে ব্যস্ত একটি শিশু
হঠাৎ ব'লে ওঠে, বড়ো হয়ে একদিন সে বাঘ শিকারে বেরোবে!
আমার অবিশ্বাস থেকে তাকে আমি কিছুই দিতে পারি না।

তাকে কী ক'রে বোঝাবো
বাঘগুলো সবই বস্তুত চিড়িয়াখানায়;
আর ওই যে গায়ের ডোরাকাটা দাগ—
জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও ওগুলো থেকে যাবে একইরকম!

ছড়িয়ে রয়েছে আজও

ছড়িয়ে রয়েছে আজও অন্ধকারে আমার প্রতিভূ—
লোভে পোড়ে বাৎসায়ন, জনন-প্রকোষ্ঠ থেকে ভ্রূণের আদল
চকিত চোখের সামনে ভেসে উঠে চ'লে যায় ধর্মে, প্রবচনে,
যেখানে রমণী কাঁদে পুরুষের শোকে, আর পুরুষের স্বেদ
খুঁজে ফেরে সেই অস্ত্র, যা ছিল কখনো স্বপ্নে, নীলবর্ণ ঘুমে!
আজ সবই একাকার, স্বপ্নে বিজড়িত ঘুম খোঁজে ক্ষমা কবন্ধ স্মৃতিতে!

প্রতিশোধহীন রক্ত তবুও বিপ্লব চায় সমস্ত শিবিরে—
একান্ন উনুনে ফোটে সালসার মতো রক্ত, হাত-পা ও উরু,
চোত-বোশেখের ঝড়ে উড়ে আসে উপার্জন, যুগ্ম-বিজয়ের
বিভিন্ন ভঙ্গিতে মেশে কাঁথা-বালিশের তুলো আর গন্ধ প্রবল শীতের!

তুমি সেই দুঃস্থ মেঘ

তুমি সেই দুঃস্থ মেঘ, সূর্যের নিকটে গিয়ে চেয়েছিলে ক্ষমা।
এক লক্ষ অপমান, তবুও পুরুষজন্ম সন্তানের শোকে
কেঁপে কেঁপে ওঠে রোজ, শস্যের ভিতর থেকে বীজ
আরেক জন্মের জন্যে চায় ঝড়, প্রবল-প্রতাপ
দুরমুশে বিক্ষত হ'তে; গণ্ডার-শিঙের মতো ঘোড়া
ছুটে যায় একলক্ষ্যে যেখানে তোমার মৌন শিশিরে আনত
সজল বর্ষার ভূমি খুলে যায় দরজার মতো—
প্রতিহত বিপ্লবীর আশ্রয় সাজিয়ে দিতে রোজ।

বিশ্রাম

আজ চারিদিকে জড়িয়ে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে সবুজ—
বৃষ্টি পড়বে কি পড়বে না এই নিয়ে
মাতব্বরদের হাতে
ক্রমাগত জায়গা বদল করছে ঘোড়া ও নৌকা;
বাথরুম থেকে বেরিয়ে সেতু ছাড়াই
শীত-কাতর মেয়েরা পেরিয়ে যাচ্ছে বয়স,
বাড়ন্ত লালফুলের ডালে ব'সে বেপাড়ার দাঁড়কাক
ঠোঁট ঘষছে স্মৃতিতে—
'একদা', 'একদা'।

নিজস্ব বলতে এই সময়টুকু আমার।
পা থেকে আস্তে ছাল-ছাড়ানোর মতো মোজা খুলে
উবু হয়ে বসব মাটিতে।

তোমরা হেসো না।

প্রবাস ক্রমশ যায়

প্রবাস ক্রমশ যায় দূরে দেশে, যায় রণতরী
সকলের লক্ষ্য নিয়ে; কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনের
দায় নেই কোনো বুকে, শুধু আছে সাফল্যে বিশ্বাস।

প্রাণধারণের দায়ে যেমন সহজে বয় আমার নিঃশ্বাস।
রোদ্দুর ততোটা ভালো ঠিক যতোখানি হ'লে ছায়ার অভাব
মেনে নেয় এ-শরীর; বয়স কি স্তনের ভিতর
চায় অসহায় দুধ. স্মৃতি কি আশ্রয় পায় জয়ীর স্বদেশে!

বিপন্ন ময়ূর এসে বেঁধে নখ আমার দু' চোখে—
তখনই অম্লান ঘটে চন্দ্রোদয়, প্রবল জ্যোৎস্নায়
হাততালি পেয়ে ছোটে নতুন প্রেমের দিকে লক্ষ বালিহাঁস;
তাদের শরীরে মেশে পিছুটানহীন সৌম্য নারীর শরীর।

মৃত্যুর পরেও তবে কেন এতো প্রসাধন মিশরী পরীর!
জেটের গর্জন থেকে নেমে এসে শ্রীমতীর চোখ
ঠিক ততোখানি খোঁজে যার পরে ভূত আর পায় না জীবন—
তবুও শিশুর মতো দুলে যায় ভবিষ্যৎ, আর দুঃস্বপ্নময় রাত!

মাটি সর্বভুক, স্নেহ

মাটি সর্বভুক, স্নেহ, বালিকার করতলগত
রক্তের আভার মতো জুড়ে আছে দিকচিহ্নহীন—
আমাকে সে দেবে ব'লে প্রতিদিনই নিয়ে যায় দূরে
যেখানে মুখোশ খুলে অলীক নৃত্যে মাতে সেবা, সমবায়;
তাড়িত রাজার দূত অনুচর-পরিবৃত জ্বালে শাসকের পুত্তলিকা!

অনেক অনেক দূরে আছে দেশ শ্যামশস্পমৃদঙ্গশোভিত-
ধোঁয়ার গাধার রঙ সেখানে কি ছড়ায় আকাশে
বৃষ্টি দিতে, স্মৃতিও জাগাতে!

আমাকে সে প্রতিদিনই দেবে ব'লে নিয়ে যায় দূরে
গাছের আড়ালে, শীতে; যখন সে খোলে করতল
বিবর্ণ ত্বকের থেকে চোখ তুলে দেখি বালিকার
বিগত জন্মের স্মৃতি আসন্ন সন্ধ্যার মেঘে চরে!

প্রার্থনা

কিছু নয়, আর কিছু নয়,
মাত্র চ'লে যাবার সময়
যেন চোখে লাগে একটু মাটি—
যেন বুকে লাগে একটু হাওয়া,
যেন মাঝঘুমে নিশি-পাওয়া
দাঁতে-মুখে না লাগে কপাটি!
প্রেমিক দাসত্বে অভিভূত,
হ'তে চায় তবু মন্ত্রপূত—
ডাকিনী যেন না ছোঁড়ে তীর।
স্মৃতি মাত্রেই উজ্জীবিত,
বয়সের সৌজন্যে স্তিমিত—
সময় তবুও অস্থির!
এ-যাওয়া কেমন গোলমেলে—
নিলে কাচ আমলকী ফেলে,
পরিধেয় বস্ত্র ছিল যতো।
নগ্নতাই আজন্ম সবুজ—
অন্যথায় বেড়ে ওঠে কুঞ্জ,
রিক্ত মাঠ, ফসল দৃশ্যত।
তার চেয়ে ভালো, এই ভালো—
বয়সে শিশুর জমকালো
পোষাক চড়িয়ে নিয়ে গায়ে
ভগ্নযোনি থেকে অন্যখানে
খুঁজে নিতে বিশ্রামের মানে
যাবো একা-একা পায়ে পায়ে।
কিছু নয়, আর কিছু নয়,
মাত্র চ'লে যাবার সময়
যেন চোখে লাগে একটু ধুলো—
যেন বুকে লাগে একটু হাওয়া,
যেন এ-জন্মের সব পাওয়া
সঙ্গে যায়, একগাছা চুলও।

হাওয়া উড়ে যায়

হাওয়া উড়ে যায় ক্রমশ দুঃখের দিকে·
অর্থহীন শব্দের মতো সময় খুঁজে বেড়ায়
ব্যবহারের বিকল্প
সারা সকাল, সারা দুপুর, সারা রাত।

শীত পড়ছে ভেবে চঞ্চল হয়ে ওঠে তোমার আঙুল—
নিখুঁত সিঁথিতে কাঁটা ছড়তে ছড়তে তাকিয়ে থাকো দূরে-
ভাবো, ভেবে যাও, ভাবতে ভাবতে থামো;
অরুচির পথ্যে ধবধবে হয়ে ওঠে বাসমতীর গন্ধ!
এখন তোমার আমাকে চেনার কথা নয়;
এখন আদরে যাকে কাছে টানো
তার নাম রোদ।

নতুন নকশায় ভ'রে ওঠে তোমার হাতের আঙুল—
আমি তাকিয়ে থাকি, দেখি,
হাওয়া উড়ে যায় ক্রমশ দুঃখের দিকে।

জন্মদিন

একা-একা দুই হাত ভ'রে ওঠে শস্যের কিনারে।
এক জন্ম গত হলো; তুমি কি ফুলের বীজ করেছো বপন
সাজানো উঠোনে, শিশু এখনো কি করে খেলা
অলিন্দের ধারে!

তাকে ডেকে নাও ঘরে; কাঁকই ধরার ঠিক ক্ষণ
এ-জন্মে হলো না জানা. শস্যের আড়ালে ঝরে বীজ;
ন্যাপথলিনের গন্ধে থেমে আছে রূপ, সম্মোহন—
ভালোবাসা বেজে যায় দূর বেহালার মতো—
মনসিজ, হায় মনসিজ!

চৈত্র, ১৩৮০

ফাল্গুন পেরিয়ে ক্রমশ চৈত্রের দিকে
এগিয়ে যাচ্ছে বছরগুলি—
গভীর সান্নিপাতিকে ভুগে-ওঠা কিশোরের মতো এখন
মায়া হয় ক্ষুধার জন্য, আর পোষাকের জন্য;
মৃত সাপের কোঁকড়ানো শরীরের মতো
লোভ প'ড়ে থাকে দূরে, ডাস্টবিনের পাশে।

অদৃশ্য পারাপারের জন্য
কোথায় কবে জড়ো হয়েছিল উৎসব!
এখন
আঁচলে উচ্ছিষ্ট বেঁধে অতিক্রান্ত নারীরা ছুটে যায়
দিগ্বিদিকে, আর
ঘর ভ'রে ওঠে শূন্য কার্বলিকের শিশিতে।

লাবণ্য তোমাকে ছোঁয়

লাবণ্য তোমাকে ছোঁয় এই দীপ্ত মেঘের বিকেলে—
রূপান্তরিত ভ্রমে যেন সূর্য প্রচ্ছায়ায় ছিলে বিদেশিনী,
সমুদ্র-স্বরূপ ঢেউ তবু পারাপার হলো বিষম সংকটে
খল বৈশাখের স্রোতে, ক্লান্তিহীন, এনেছো প্রসব!

শীত পড়ে আছে দূরে, তবু জমে ওঠে হাতে পশমের খেলা-
এমন স্বচ্ছন্দগতি হার মানে পেলব উপমা,
স্মৃতিতে উদ্ভাসিত তুমি মুখ স্বপ্নেও সে তুমি;
তাকিয়ে রয়েছো দূরে যতোদূর যক্ষেরও অতীত!

লাবণ্য তোমাকে ছোঁয়, স্মৃতি ছোঁয় যাবজ্জীবন—
কারাদণ্ডিত রূপ ভ'রে ওঠে শ্যাম শুশ্রূষায়;
রূপান্তরিত ভ্রমে ছিলে সূর্য প্রচ্ছায়ায় লীন,
নিয়ে অভিশাপ, ক্ষয়, আর জন্ম তোমার রূপের!

এক বিকেলেই শেষ

এক বিকেলেই শেষ হয়ে যায় সমূহ শ্রাবণ—
গর্জনবিমুখ মেঘ চেয়ে থাকে; প্লাবনে তোমার
এতো দীর্ঘ অনুদান সত্ত্বেও কখনো শেষ হয় না রোপণ
সন্তানের জন্য বীজ।
তুমি তো সন্তানই চাও, চেয়েছো বিনাশ!

এক বিকেলেই শেষ হয়ে যায়। গৃহস্থের ঘর
তুলসীতলার দিকে চেয়ে থাকে; ভাসানে তোমার
অনন্তকালের ফুলশয্যা, ফুল ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও পারো না
বাঁচাতে আশ্রয় সেই—।
তুমি তো আশ্রয়ই চাও, চেয়েছো ভাসান!

সিঁড়ি

সিঁড়িগুলো নেমে যায় পর পর,
উঠে আসে সিঁড়ি—
ভিজে বারুদের শোক তবুও নির্মম।
ঝাঁঝালো মসলার গন্ধে, তেতে-ওঠা যুদ্ধের আওয়াজে
এক-দুই-তিন-চার-চার-তিন-দুই-এক-এক-
সিঁড়িগুলো নেমে যায়, পর পর
উঠে আসে সিঁড়ি।

বিবাহকালনী রক্ত ততো অর্বাচীন নয়, হাত
হাতের ওপরে, নীবিবন্ধের সমীপে এসে সমুদ্র শাসায়-
এক মাঘে-যাওয়া-শীত এমনই তীব্র তার রোষ!
আশিরনখের স্মৃতি ডুবে যায় ফাটা বেহালায়—
এরই নাম ভূকম্পন অভিধান শোনেনি কখনো!
অভাব অভাব জুড়ে ওঠে নামে চার-তিন-দুই-
এক-দুই-তিন-চার-চার-তিন-দুই-এক-এক-

কোন ভূমিকায়

কোন ভূমিকায় তুমি এখন দাঁড়াতে চাও, স্থির করো,
দ্রুত স্থির করো।
বন্যায় মানুষ ভাসে, মানুষের দিকে চোখ ক'রে
আগুনে উৎখাত থেকে উঠে আসে শুধু কোলাহল।
কবির ভিতর এক কবি আছে, শবের ভিতর
হৃৎপিণ্ডহীন পোকা—মানুষের শেষ চীৎকারে
তাদের বিষাক্ত জন্ম অনৈতিহাসিক সাম্যে মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে
চ'লে যায় মৎস্যমুখ জলের ভিতর থেকে জলে...

তেত্রিশ বছর পরে

ক্ষতিচিহ্ন হয়তো সকলেরই
ভালো লাগে।
আমারও তা লেগেছিল ভালো
সেই সন ঊনোচল্লিশে।

তেত্রিশ বছর পরে আজ
মনে হয় ইক্ষবাকুসমাজ
এখনো অলব্ধ হয়ে আছে—
ক্লেদে তৃণে শিথিল বিশ্বাসে।

আজও দরকার একবার
ক্লোমে মিশমিশে অন্ধকার,
চোখেমুখে শাখার প্রবাহ—
ক্ষতিচিহ্ন শুরুতে ও শেষে।

এখানে স্টেশন নেই কোনো

বসন্ত হাওয়ায় বুকে উড়ে আসে শ্বেতপত্র, সন্ধি কতোদূর!
আরো দূরে কোলাহল, শিশুরা করছে খেলা যেখানে শ্রীহীন
মাটিতে তন্ময় মুখ গুঁজে রেখে জননীরা মুছেছিল ধর্ষণের ক্লেদ-

এখানে অনেক দেশ, এখানে স্টেশন নেই কোনো

ক্লান্ত ঠোঁটে সিগারেট

ক্লান্ত ঠোঁটে সিগারেট অহংকারের স্মৃতি জাগায় এখনো—
যেতে-যেতে মনে পড়ে অতীত কী সীমাবদ্ধ ছিল;
পায়রার গন্ধময় খিলান ও দরজার ভিতরে
ছিল নির্বিকল্প স্বেদ, রূপহীন জয়ের উত্থান।
শিরায়-শিরায় ব্যাপ্ত আয়োডিন আর বায়োটিক্‌স্‌—
যেন মানুষেরই হাতে ধরা-পড়া মনুষ্যপ্রতিম
নিখোঁজ বেবুন এক ডাল খোঁজে চিড়িয়াখানায়!

একা দুঃখ ডুবে যায়

জমকালো পোশাক তাঁর, সবই তাঁর—
সম্মোহন তাঁর;
ছেড়ে গেলে পালঙ্কের শীতাণুমিশ্রিত সরোবরে
একা দুঃখ ডুবে যাবে, একা হাওয়া জানলা পেরিয়ে
একে-ওকে-তাকে ডেকে বলবে শুধু, দেখে যাও এসে-
কী কাণ্ডটা হয়ে গেল; তবু কেউ বুঝবে না ভাষা!
জন্মমূক পারে শুধু ততোটাই ইঙ্গিতে বোঝাতে
যতোটা বোঝেন তিনি, আর তাঁর সদৃশ চেতনা;
মানুষ কি বোঝে সব, মানুষের মতো কেউ বোঝে!

একা দুঃখ ডুবে যায়, একা শীত পোহায় আগুন—
জমে ওঠা সরোবরে পাথরে পিছলে ব'সে থেকে
স্মরণের স্তব্ধতায় নির্জনতায় শোনে দূর
বহুদূর থেকে আসা সমার্থবোধক শোক, ধ্বনি—
অরব হ্রেষায় মেশে বর্ণহীন রক্তপাত, আর কিছু নয়..

মানুষ কি বোঝে সব, মানুষের মতো কেউ বোঝে!

তোমাদেরই হাতে সব

তোমাদেরই হাতে সব, রাজ্যপাট, বৈষম্য, পরিখা—
গাছে জল দাও রোজ, ভোরবেলা অলৌকিক হাওয়া
উদ্বৃত্ত নিয়ে আসে; কাল সে রাজার বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখেছে অনেক;
গল্পও তোমরাই করো, ভালোবেসে, কখনো বা বাড়তি আমোদে
ছিপি খুলে দাও যাতে স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে বোতলের ভূত—
এখনো অনেকে বেশ সুখে আছে, হঠাৎ কি মনে পড়ে যায়—
গার্হস্থ্য সম্মত নয়, কিছু ছারখার আছে বাকী!

তোমাদেরই হাতে সব, রাজ্যপাট, তোমরাই দয়া—
আমার দু' হাতে রক্ত কাগজের অভাব জানিয়ে
এখনো রয়েছে তোলা। চেনো একে? আমার প্রেমিকা—
ভিক্ষার তণ্ডুল হাতে সে এখন বৈশাখে বিষাদে
একাকী ফিরছে ঘরে; তণ্ডুল ওড়ালে বাষ্প কিছু ক্লান্তি ঝ'রে যেতে পারে-
বিষে ও অমৃতে সন্ধি সে কেমন দেখে যেতে পারো;
সে-হাসি সুখের নয়, সে-হাসি দুঃখেরও নয় ততো।

একা

পাণ্ডুলিপি ঘিরে আছে সক্রিয় সমাজ,
আর কিছু অন্ধ মুনি; হাঁটুতে-হাঁটুতে জোর ঠোকাঠুকি খেলা-
যে জেতে সে পেয়ে যায় হঠাৎ-চওড়া কাঁধে খসখসে হাত;
আর খুব অন্ধকারে শোনা যায় তীক্ষ্ম হ্রেষারব!

এ-সব অন্ধকার বহুদিন ছিল না এখানে—
শব্দের আকৃতি থেকে বের হতো ব-দ্বীপের হাওয়া,
আস্তাবলে ঘোড়াগুলি অবসরকালীন আমোদে
প্রভুর বুকের ঘ্রাণে ভ'রে নিত নিরপেক্ষ আয়ু!

লাগামে রেখেছে হাত কে তোমার, এই অন্ধকারে!
ভূয়োদর্শিতাও এক নারীর গুহার মতো জড়ানো লতায়-
সবুজে শাসানো; শুধু যাওয়া চলে একার বিষাদে
অক্ষরে চুম্বন রেখে, একা একা, ক্রমশ ও দূরে।

মিউজিকাল চেয়ার

পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় পাহাড়; গভীর রাত্রে
ডিনামাইটের ভয়ংকর শব্দে কামরিক্ত নারীর নিঃশব্দ বুক থেকে জেগে ওঠে
অভূমিষ্ঠ শিশুর কান্না, শ্লেষ্মা আর ধোঁয়া—
বিচ্ছিন্ন সমতল ভ'রে ওঠে হ্রেষারবে—যম, যম!
সে মানুষই হোক বা আর কেউ, ভয়
অসময়ে বিস্ফারিত টাইম-বোমার বাহকের মতো
ভুলে যায় প্রতিশব্দের আড়াল.
বাহুর বদলে প্রেম ন্যস্ত হয় রক্তে—
আর তারপর...

তারপরও একটা গল্প থাকে।
নৈঃশব্দ্যের ভিতর গোল হয়ে ব'সে
শৃঙ্খলিত করজোড় অপেক্ষা করে একটি গানের—
আর একটি বিস্ফোরণের।

কোথায় লুকিয়ে রাখো

কোথায় লুকিয়ে রাখো জন্মদাগ
স্মৃতি-সংকুচিত এক ধূর্তের বয়ে!
ভাবো এই স্মিতজন্মে অন্তত সম্ভব পার হওয়া
এক লহমার মৃত্যু, ঘাতকের ছুরি কিংবা দীর্ঘ প্রজনন!
চারিদিকে দুঃস্থ রেল, ভগ্নসেতু, বন্ধ পারাপার এক ভুক্ত শহর;
খনন করলে বুক খনিজের মতো ওঠে নীল শঙ্খচূড়—

বিষ কি মন্ত্রপূত ছিল স্ফুটনেরও বহু আগে!

পুনর্বিবেচনা
(সিলভিয়া প্লাথ স্মরণে)

দশম বছরে এসে দরকার অস্তিত্বজ্ঞানের—
মুখোমুখি; যখন মৃত্যুকে
কিছুটা স্নেহার্দ্র ক'রে যাওয়া যায় মৃত্যুরই নিকটে,
ম্লান, ন্যুব্জ, তদর্থ এড়িয়ে!

আবশ্যিকও বলা যায়।
কেননা মনুষ্যজন্মে তারও আগে প্রত্যেক বছরে
ঘটে না কি উল্কাপাত! জ্বলন্ত অগ্নির চিহ্ন কোনোখানে থাকে না যদিও
থাকে কি তা ভ্রান্তির পরেও!

দশম বছরে এসে দরকার অস্তিত্বজ্ঞানের—
দূরত্ব কতোটা ঠিক-ঠিক জেনে নিতে।
আত্মহননের সেতু শেষ হয় পুনর্জন্মের
প্রকারান্তরে, বুকে ধরা পড়ে দ্বন্দ্বহীন খেলা!

কিন্তু মৃত্যু ক্ষমাহীন। শিশুর খেলনা চ'লে যায়
যখন জলের দিকে, হাত থেকে, ফেরে কি আবার!
মৃত্যুই সমুদ্র, তার বিড়াল-প্রবাদে নেই রুচি—
এক থেকে দু'য়ে যায়, কিন্তু নবম জন্ম বস্তুত অলীক।

অথবা অলীক এই অস্তিত্বজ্ঞান পরীক্ষা কখনো!
চুল্লির ধোঁয়ায় শ্বাস ধুয়ে যায়, আবৃত তোয়ালে
ভ'রে ওঠে চোখের জলের বাষ্পে; তখন অশ্রুত
ধ্বনি করে কোলাহল, জন্ম চায় পুনর্বিবেচনা।

ভেঙে ভেঙে যায়

একটি মানুষ ধীরে
ভেঙে ভেঙে যায়
একটি মানুষ কেঁপে ওঠে—
একটি মানুষ তার ঘুমের ভিতর
বিপন্ন রক্ত নিয়ে ছোটে!

একটি মানুষ তার হাঁটুর খিলানে
দ্যাখে ক্রমে ন্যুব্জ হয় বালি;
অপমানিতের ঘায়ে
সূর্য ঢলে পড়েন পশ্চিমে-
অন্ধকারে জমে হাততালি...

এ-সব মানুষ আমি দেখেছি

মানুষের গৃহ থেকে মানুষ বেরিয়ে যায় দূরে
মানুষের অপমান করেছে তাদের মুখ গ্রানিটের মতো
তাদের শোণিত খুলে পাওয়া যায় লাল মেঘ চোখের ভিতর বাড়ে নখ
উপবাস থেকে তারা বস্তুত আহার করে প্রাণীর জীবন
ক্রিমি ও জোঁকের সঙ্গে সহবাস সেরে মুখ প্রক্ষালন করে হীন জলে
তাদের জীবনে নেই সেই ভোর প্রতিদিন ভোরের আভাস

সোমত্ত নারীরা রোজ প্রেম করে মাখে ধুলো ঘামে
প্রেমিককে শিশু ভেবে মুখে গুঁজে দেয় ভারি স্তন
তাদের শরীরে কোনো দুধ নেই তথাপি দুধের
নামান্তর ঘ'টে যায় ক্রমশ যখন ঠোঁটে ঝ'রে পড়ে মিহি শুক্রকীট
জননেন্দ্রিয়হীন সে-সব নারীরা জানে কী ক'রে সহজ প্রতিশোধ
শিশুর ভিতরে আছে সে-প্রেমিক যার
চোখের ভিতর বাড়ে নখ

এ-সব মানুষ আমি দেখেছি অনেকদিন দেখেছি ঘরের
ভিতরে দেয়াল উঠে চারটি দেয়াল দেয় ভেঙে
সপাক যাদের ব্রত তারা ছুটে যায় আত্ম-আগুনের দিকে
হাতের মুঠোয় নারী কাঁধের ওপর খোঁড়া শিশু
পেটের ভিতর নাড়ি দোল খায় স্বপ্নের মতো

মানুষের গৃহ থেকে মানুষ বেরিয়ে যায় দূরে
সুনীতি ও সাম্যবাদ থেকে দূরে অননুবর্তিত
কখনো গলার স্বর ভেসে আসে মাঝরাতে ঘুমে
কখনো স্বপ্নই ডেকে নিয়ে যায় সেই অপমানে

সেখানে বৃষ্টি পড়ে

ঘরে ও বাহিরে আছে মানুষের অবিভাজ্য রেখা—
সেখানে বৃষ্টি পড়ে, বৈশাখের সর্বনাশা ঝড়ে
ওড়ে ধুলো; অনন্তকালের চিহ্ন বুকে নিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে পাখি এক, যে-ছিল বস্তুত
ঘরের ভিতর, কাল এসেছিল দূর দেশ থেকে—
সকালে সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়, মুছে যায় রেখা।

মুছে যায় এইভাবে, একইভাবে, দেয়াল উঠোন
দলিলপত্রে লেখা গৃহস্থের আব্রু, আড়াল—
এক বৈশাখের ঝড়ে, এক বর্ষার বৃষ্টিতে।
পুরুষ তাকিয়ে থাকে, নারীও তাকায় তার দিকে—
মাঠের ওপর দিয়ে শুধু দৌড়ে যায় ন্যাংটো ছেলে
দাঁড়াতে পুকুরে, যদি ওঠে কেউ এমন আশায়!

বিপর্যয় নেমে এলো

বিপর্যয় নেমে এলো আমাদের দীর্ঘ সহবাসে।
সেদিন প্রলয় ছিল, কৃষ্ণপক্ষ, নেত্রপাতহীন
মানুষ চমকে দেখে হারিয়ে গিয়েছে তার শিলা—
শুধু পড়ে আছে মাঠ, শুধু হাওয়া, প্রত্যূষকালীন
নিসর্গচিত্রের মতো ছিন্নমেঘ বাড়ায় অছিলা
হৃতশস্য এ-বুকের যেখানে আকাশ নেমে আসে।

অভিন্ন উপায়হীন সংবাদপত্রের অভিরুচি
প্রত্যহ ছড়িয়ে রাখে সমাচার সমস্ত শ্রমের—
যে নিহত হলো তার, যার হাতে এমনকি তারও
আদি-মধ্য-আক্ষরিক; জন্মদান, সে তো অক্ষমের
একান্ত অলস কর্ম; প্রশাসন বলে, যদি পারো—
হানো মৃত্যু, নিরর্থক সংগমে সফল করো সূচি।

মানুষ চমকে দেখে হারিয়ে গিয়েছে তার মুখ—
মাঠকোঠা জুড়ে শুধু প'ড়ে আছে বিস্তীর্ণ স্মৃতির
নিবীর্য স্বাস্থ্যের জাদু, রাজনীতি, ম্লান, জাগরূক
হৃদয়ে হৃদয় নামে, বয়ান পাল্টে যায় সমস্ত চিঠির!

তুমি চেয়েছিলে স্বর্গ

স্বাতন্ত্র্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাও তুমি
ক্রমান্বয় ও প্রগতি, অভিমান ও আত্মা, শূন্য থাকে পাশাপাশি
ঝাপসা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়   এবং তারপর
পাল্টে যায় পতাকার রঙ   পাল্টে যায় কররেখা
বিসদৃশভাবে
কিন্তু আপেক্ষিক নির্ভর ক'রে নয়
শনি ও সর্বজনীন বাঁধে পারস্পরিক সেতু
অবিকল এইভাবে

দারুণ ঝড়ে সিল্কের ওড়নার মতো উড়ে যায়
আমাদের ঘরের চাল   ভেঙে পড়ে দেয়াল
কেরোসিনের কুপি থেকে তেল গড়িয়ে আগুন জ্বলে সর্বত্র
ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে এসে মানুষ ও ইঁদুর পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে
একই সঙ্গে মুখ গোঁজে মাটিতে
কালো থেকে কালো তাদের ঠোঁটের রক্ত
কালো থেকে কালো তাদের হৃদয়ের অনির্গত অভিশাপ
জন্মান্তরের আশায় কী-ক'রে কালো থেকে কালো হয়
অর্থাৎ নিরাকার, নিরভিমান
হয়
সে-খবর তোমাকে দেয়া হয়নি

স্বাতন্ত্র্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাও তুমি
সম্রাজ্ঞী তোমার যাত্রাপথ   প্রহরী তোমার ভারি পদক্ষেপ
বাজে দুন্দুভি তোমার ক্ষুরের ধুলোয়
মাটির সহিষ্ণুতা থেকে নভশ্চরের শীতল অবজ্ঞা
ধরা পড়ে নির্বিকার পারদযন্ত্রে
আর রক্তে
ধরা পড়ে এমনকি নিঃশঙ্ক অভিমানের ভিতর

যে-ভাবে মৃত্যু ও নিঃশ্বাসের মধ্যে রচিত হয় ব্যবধান
যে-ভাবে কর্ষিত মাঠ শুষে নেয় নিঃশব্দ শিশির
যে-ভাবে নারী তার শীতল প্রকোষ্ঠে গ্রহণ করে পুরুষের বীজ

ইতিহাস আমাদের স্বপক্ষে যে-হেতু ইতিহাস
জানে না বৈরিতার অর্থ অথবা প্রত্যক্ষ সংযোগ
ইতিহাস যে-হেতু ইতিহাস আর অতীত
আর ভবিষ্যের কঙ্কাল আর
পরিত্যক্ত সেতু
মানুষ পারাপারহীন হয়ে যেখানে খুঁজে নেয় অন্য অবলম্বন
যায় নদী বারান্তরে সময় ও ঢেউয়ে প্রবর্তিত হয়ে
বিকল্প সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের পর মানুষ নিয়ে আসে
ক্যামেরা আর নোটবই
আর প্রত্নতাত্ত্বিকের আগ্রহ

তোমাকে বলা হয়নি নাৎসিময় সেইসব বীভৎস রাত্রির কথা
ইতিহাসের মাটি থেকে যার বীজ পরিস্ফুট হয়ে ছড়িয়ে দেয় গৃহে
ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন আবির্ভাবের আগে
গাছে আর শাখা-প্রশাখায় বিশাল ছায়ার মতো
আর তখনই নেমে আসে অন্ধকার
উৎকট হাসিতে ফেটে পড়ে বজ্র
বিদ্যুতে ফাল-ফাল বুকে
রক্তধারার মতো নেমে আসে বৃষ্টি
আর মানুষ (হায় মানুষ!)
নুয়ে পড়ে ক্রমশ

বলা হয়নি সেইসব দুর্দিনের কথা
অন্ধকার ঘরে একটি বা দু'টি মানুষ কী-ক'রে
এক লক্ষ মানুষের আতঙ্ক নিয়ে

শোনে বাইরে মানুষের জয়
বলা হয়নি সেবার বীজ বপনের মুহূর্তে দুর্বহ ক্ষরার বীজ
কী-ক'রে ঢুকে পড়লো আমাদের রক্তে
বলা হয়নি অবিশ্বাস   আর ধর্মান্তরকরণ
বলা হয়নি ধর্ষণের সময় সেই নারীর গর্ভস্থ শিশুর বয়স ছিলো
মাত্র আটমাস
বলা হয়নি ধর্ষিতা সেই নারীর আর্তনাদ কী-ক'রে
চাপা দিয়েছিলো ভ্রূণের আর্তি
বলা হয়নি সেই নারী এখনো আছে বেঁচে-বর্তে   কিন্তু
রক্তাপ্লুত আমাদের ভ্রূণ কবে চ'লে গেছে স্বর্গে...

শিশু, ক্ষমা করো

খুব শীতের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে একটি বল।
তখন পাহাড়ে কুয়াশা আর
গভীর মৌনতা থেকে বেরিয়ে সমুদ্র
চায় সেই আরোগ্য যা আসলে
মৃত্যুরই আহ্বান।
তখন পাখিদের কথা বলা ভুল—
শৌর্য-শিকারীদের কথাও;
শ্মশানে যেতে যেতে আমি একদিন দেখেছিলাম
প্রত্যাবর্তনকারীদের মুখ, তাদের অবসাদ—
যা আসলে আচ্ছাদন. যা আসলে সূর্যাস্তে সময়
শোকে অবলুপ্ত. আর সুনিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাখ্যান।

পিতা ও মাতার কথা বলা যায় তখন যদিও।
কিংবা সেই ঊর্ধ্বগামী ট্রেন—
যা চলে ক্রমশ. কিন্তু যাত্রীদের সান্ত্বনা দেবার
অছিলায় শ্বাস নেয় থেমে থেমে. সামনে পিছনে
থাকে না আশ্লেষ কোনো. শুধু বর্তমান;
যতোটা ক্লান্তিকর তার চেয়ে বেশি অসহায়।
বলা যায় তখনই যৌনতা
ছিপি খুলে ঢেলে দেয় সরল অর্থের মতো ক্লেদ
দু' পায়ে ও মধ্যভাগে; বনান্তর থেকে এক কবন্ধ জোনাকি
বিচ্ছুরণ করে আলো থেমে থেমে, এবং হঠাৎ
নিবে-যাওয়া রূপ তার চোখে পড়ে. শীতে—
বরফে রক্তের চিহ্ন লেগে থাকে. থাকে না যন্ত্রণা—
থাকে না সে-অর্থ যার শেষে আছে আদান-প্রদান.
কিংবা পারাপার এক. আশ্রয়. কিংবা সহযোগ।

শিশু, ক্ষমা করো. এই প্রার্থনায় ঢলে পড়ে মুখ।
জলরঙে আঁকা ছবি, হ'তে পারে উভয়ের মাঝে

হলুদের বর্ণাভাস হ'তে পারত কিঞ্চিৎ মলিন।
এবং বিষণ্ণ ভেবে যতো কিছু ব্যবহার হলো
পাঁশুটে লালের আভা—সবই শিল্প, বাস্তবিক নয়।
চাবির গোছায় ধৃত রমণীর হাত
ছুঁয়ে থাকে অন্যূন ছ'ফুট দীর্ঘ মাংসের আকৃতি—
পর্যায়ভিত্তিকভাবে যার নিচে পোর্সিলিনের
মতো ব্যাপ্ত কমবেশি ছয় ফুট সমান্তরাল
হাড় আর বিভিন্ন ভঙ্গিমা, যার প্রয়োজন অবিমিশ্র রঙে!

তখন সময় থাকে পরস্পর ছেড়ে ও জড়িয়ে,
কাজের উপমা বদলে, যাতে অন্ধকারই
হ'তে পারে স্বয়ংপ্রতিভূ।

ধ্বস্ত ব্রীজ দেখা যায়, দেখা যায় ফণিমনসায়
আচ্ছাদিত রাজপথ, আর মাকড়সার প্রজনন—
ক্বচিৎ খচ্চর এক আহ্লাদিত হ'তে গিয়ে ভুলে
ছোঁড়ে লাথি বীতশ্রদ্ধ নিজেরই ছায়ার দিকে চেয়ে।

কিংবা বলা যায় সেই ছায়াই বস্তুত
ছড়ায় ঘরের থেকে শীতাতুর মাঠে আর জন্তুর মজ্জায়—
শব ও বাহকদের মধ্যে চলে দ্রুত বিনিময়
ব্যর্থতার, আর শূন্যতার।

এইভাবে যাত্রা শুরু, এইভাবে ক্রমশ রাত্রির
বাড়ন্ত জিভের দিকে, এমনকি ভোরে
ধরা পড়ে অনাক্ষরিক সেই গ্রহণপূর্ণিমা—
লুপ্ত তেজ, ফ্যাকাশে, রাঙতার মতো দোমড়ানো চর্মের তলায়
চলাচলহীন রক্ত জমে ওঠে উত্তীর্ণ বোতলে—
জন্মহীন জননপ্রক্রিয়া থেকে বের হয় গন্ধ, আগুনের,
মৃতের ও শববাহকের!

শিশু, ক্ষমা করো, এই উক্তি ছিল একদা, শীতের
ভিতর গড়িয়ে পড়ে লাল বল, মুহূর্তে নীরবে—
উদ্গত পিস্তল থেকে আকস্মিক কার্তুজের মতো
ক্ষণিক শব্দ ক'রে; কিন্তু পাখি ওড়ে না যে-হেতু
পাহাড়ে কুয়াশা জমে আর রক্ত লেগে থাকে অক্ষয় বরফে;
সর্দি ও শ্লেষ্মার রঙ ঘন হয়, কচিৎ ঠাণ্ডায়
কম্ফর্টার উঠে আসে রুপোলী চুলের পাশে, হিমে, কুয়াশায়।

তাহ'লে মৃত্যুও নয়

তাহ'লে মৃত্যুও নয়, মানুষের দিব্য অভিষেক
ধরা পড়ে আজন্মের স্মৃতিহীন সৃষ্টির উদ্ধারে।
একে-একে, কিন্তু খুব দ্রুতলয়ে নয়,
ছায়া অপসৃত হয়; কোনোদিন ছিল মেঘ, থাকে না তখন—
শুধুই রোদ্দুর জ্বলে মুণ্ডিতমস্তক এক পুরুষের মাথার ওপর;
স্থানীয় ও অনন্তের দৃষ্টিবিনিময় চলে, অর্থাৎ সময়ে
থাকে না উজান কোনো : এতো স্থির, সমাহিত এবং সম্মত!
দৈবাৎ যদিও বীজ পড়ে সেই প্রকোষ্ঠে হঠাৎ
জ্ব'লে ওঠে আগুন ও ধ্বংস হয় বংশানুক্রম।

ভূমিকা প্রস্তুত থাকে। মনে পড়ে বিবাহের রাত—
দু'টি হাতে উভয়েই ছুঁয়ে রাখে সেই লগ্ন যখন জন্মাবে
ক্লোমের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে অস্ফুট আদল!
প্রবল সানাই ব্যস্ত চাপা দিতে সেই কোলাহল
যা ওঠে রক্তে দ্রুত তাৎক্ষণিক শর্ত বিনিময়ে;—
তখন কৌতুক জমে একে-একে, একে অন্যকে
শেখায় প্রকৃত ধর্ম; স্পর্শহীন, তবু কেঁপে ওঠে
দক্ষিণ বুকের স্তন, আর পুরুষের নীল ঘোড়া।
আরম্ভের সেই দৃশ্যে প্রকারান্তরে থাকে সমূহ স্তব্ধতা;
বস্তুত সকলে জানে—কেউ কেউ জেনে নেয়—কীভাবে এখন
পরিবর্তমান দৃশ্যে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে
রাজার বাড়ির দিকে অভিষেক কেমন জানাতে—
ঝড়ে, বিপর্যয়ে আর ক্রমাগত রক্ত অপচয়ে।

মুনিঋষিদের কথা শুনেছি অনেক। তারও আগে
ধর্মহীনতায় ছিল অনন্ত ধর্মের উপাচার।
তখনো মানুষ যেতো অস্ত্রহীন সমূহ শিকারে
নাভিমন্যতার দিকে, শুশ্রূষা থাকতো ঠিক মাথার পিছনে–

যে-ভাবে আশ্রয় থাকে নারীর হৃদয়ে, শিল্পে, দক্ষিণের ঘরে—
সমর্পিত বৃক্ষ সব, ডুব দিয়ে পাতালে শিকড়ে
পাঠাতো বার্তা শাখা-প্রশাখায়। মানুষ জন্মের
এ-সব ঋণের কথা ভুলে গিয়ে আবার নতুন
ঋণ চায়, চায় মুক্তি অনন্যোপায় হয়ে; আষাঢ়ে চাষীর
ঘর মাঠ ডুবে যায় বিবস্ত্র প্লাবনে, বাঁচে শস্যাকার স্মৃতি!

বন্যা সরে যায় তবু। একদিন মাটি
দীক্ষিত যুবার কিংবা হাসপাতাল থেকে প্রত্যাগত
রমণীর রূপ নেয়, স্মৃতি তার সন্তানরহিত—
ব্যর্থতা তখন তার রক্তে নামে প্রতিশোধ নিতে—
একা চ'লে যায় তারা দুরন্ত ব-দ্বীপে, ঝড়ে কেঁপে ওঠে শিরা,
দক্ষিণ বুকের স্তন, নির্দেশ পাঠায় নীল ঘোড়া :
সমার্থবোধক চিহ্ন জড়ো হয় বরফকুচির মতো ধীরে ধীরে শিলার আকারে-
এবং উলঙ্গ দুই উত্তরাধিকার নিয়ে ফিরে আসে দিনের আলোয়।

সৃষ্টির উদ্ধার চলে; যায় শীত, বসন্তে একদা
উড়ন্ত ফুলের বীজ আশ্রয়ের খোঁজে মেশে এলোমেলো ক্বচিৎ হাওয়ায়।
জরাতুর নয় ঠিক ততোখানি, এমনকি দ্রষ্টাও নয়—
যে পারে চূড়ান্ত দিতে সময়কে সাবলীল স্থিতি।
কিন্তু এরই মধ্যে সেই স্বর শোনা যায় স্বচ্ছ-নীল ভোরে,
পাখিরও ডাকের আগে, ঠিক মানবিক সুরে নয়—
তুমি কি আমার ঘরে আসবে এখন?
ঠিক আহ্বান নয়, এমন কি উড়োচিঠি নয়—
দরজায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে এক মূর্ত কালো গাড়ি
শেষ শিশিরের জল মুছে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে দ্রুত
যেখানে প্রকৃত কিছু আছে কিংবা নেই কিংবা ছিল কিনা এ-সব দ্বিধায়
আসে ঘুম জাগরণে, অপরিবর্তিত বর্তমানে।

থেমে যায় হ্রেষাধ্বনি; বিচ্ছিন্ন তুলোর মতো ত্রিকোণ খামের
নির্দেশবাহিত স্বাদ টুকরো টুকরো হয়ে ওড়ে—মনে পড়ে ছাই-

অস্বচ্ছ চোখের সামনে ভাসে সন্তানের মুখ এবং জন্মের
কারাদণ্ডিত রূপ, ক্লোমজাত স্বেদ :
যা আসলে জন্ম নয়, হয়তো মৃত্যুও নয়, দ্বিধা—
সিঁড়ির একান্ত নিচে দাঁড়িয়ে শূন্যে চেয়ে থাকা :
বিকল্প প্রস্তাবহীন দৈবাৎ যদি সে-ত্বকের
পরিবর্তিত ব্যাখ্যা ধরা পড়ে স্মৃতি ও শিরায়।

যাওয়া

যেমন সকলে যায় তেমনিই
একটুও না হেলে
চ'লে যায়।

ঘরবাড়ি সমস্ত ধূসর—
তার মধ্যে ঘর।
ঘরের মধ্যে গুপ্তচর
হাওয়া এসে খোঁজ নেয়
সত্যিই গেছে কি!

তাহ'লে এ-সব দিব্যি কার—
খেলনা, শিকার-টুপী, বন্দুক, বিছানা,
হঠাৎ-বিকেলে কিনে আনা
অস্পষ্ট রঙীন কিছু ফুল!

তাকে কি জিজ্ঞেস করা যায়?

তবুও আমার পাপ

বৃন্ত থেকে খ'সে পড়ে এতো ফুল
তবুও আমার পাপ জন্ম নিতে থাকে

মায়ের আদর ছিঁড়ে ছুটে যায় শিশু
দৈত্যাকার মেঘ তাকে নিয়ে যায় কুহকের দেশে
দিগ্বিদিক শূন্য ক'রে আঁধার ঘনিয়ে আসে দ্রুত
রক্তপাত লগ্ন হয় সব পথিকের পায়ে পায়ে
তবুও আমার পাপ জন্ম নিতে থাকে

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ছুটে আসে ঝড়
চুম্বনরহিত ওষ্ঠ প্রেমিকের হয়ে ওঠে সাদা
প্রেমিকার চোখে লাগে ক্ষমাহীন সমুদ্রের লোনা
প্রতিশ্রুতিহীন বুক শুধুই দেখায় ঘর নিষিদ্ধ প্রবেশ
তবুও আমার পাপ জন্ম নিতে থাকে

কথা ছিল যাবো হাতে নিয়ে সেই রঙীন পতাকা
হাতের ভিতরে হাত চোখের ভিতরে চোখ ক্ষমা
সবুজ দ্বীপের মতো ভেসে উঠবে সমস্ত হাতেই
শুধু রক্তচিহ্ন আজ চোখে জ্বলে নির্মম আগুন
তবুও আমার পাপ জন্ম নিতে থাকে...

যদি পারো, দেখো
(শংকর চট্টোপাধ্যায় স্মরণে)

এতো অভিমান কেন! কেন দূর দেশ দিয়ে
এমন নিঃশব্দ চ'লে যাওয়া—
দামাল বুকের 'পরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিলে নিজে!
অক্ষরের ঘুম থেকে যতোই জাগিয়ে তোলো
জন্মহীন গাঢ় নির্যাতন,
ভালোবাসা চিরদিন অশ্রুর বিকল্প হয়ে ছুঁয়ে যাবে
তোমার সবুজ।

যদি পারো, দেখো,
যে-নদী একান্ত তারও অন্ধকার স্রোতে আছে ভাষা—
তোমার ভ্রান্ত দিক দিক নয়,
অন্ধকার অন্ধকার নয়—
এখনো কোথাও জ্বলে নিবু-নিবু হাওয়ায় লণ্ঠন...

এই ভ্রান্ত মহাদেশে

এই ভ্রান্ত মহাদেশে, প্রকৃত প্রস্তাবে,
তোমার আমার জন্যে ভূমি নেই কোনো।
লেখালেখি হলো ঢের, কিন্তু শামুকের
নিবীর্য সৌজন্য আজও সেঁচে তন্তু অববাহিকায়!

তুমি কি দক্ষিণে যাবে, তুমি কি উত্তরে যাবে আজ—
কিংবা পূবে, পশ্চিমে, কি ঈশান, নৈঋতে
ধুলোয় দীক্ষিত হতে? যদি চাও, যাও—
মানচিত্রে যেমন আছে তেমনিই, চেনা রাস্তায়
যেও;
ভুলো না সঙ্গে নিতে আম্রশাখা, কিঞ্চিৎ অশ্রুও—
দু'পা'ই উন্মুক্ত রেখো, যাতে রক্ত অনর্গল হয়।

কে!

দেয়ালের প্রতি এতো ভালোবাসা কখনো ছিল না।
কিংবা অন্ধকার—
তার প্রতিকৃতি আজও শিল্পে অস্নাত।
আমার একটিই ঢেউ, সমুদ্রে একান্ত ক'রে চিনি—
যেমন চিনেছি 'আছি' শব্দটিকে—দূরাগত
টর্চের আলোয়!
হতে পারে, না'ও হতে পারে।

এতো রাত্রে কে!
রণে ভঙ্গ নয়, আমি করেছি সমস্ত নীতি ক্ষমা।
তোমরাও আমাকে কোরো ক্ষমা।
আর কোনোদিনই যারা প্রজন্ম দেখবে না
তারা শুয়ে আছে আজ আমার দু'পাশে।

যদি পারো ভাঙো—
লক্ষ অক্ষৌহিনী নিয়ে পদাঘাত করো দরজায়।
আমি উঠবো না।